বিশ্ব পরিবার দিবস

বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের পরিবার

GB we"QbZv GLb A‡bK cwiev‡ii ev¯e wPÎ

লিখেছেন **জব্বার হোসেন**

সমাজের সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে পরিবার। একজন মানুষের জীবনে পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তার আচরণ বেড়ে ওঠা, মানসিকতা সবকিছুকেই প্রভাবিত করে পরিবার। পরিবারই প্রথম ভালো মন্দ সম্পর্কে ধারণা দেয়, বুঝতে শেখায়। সামাজিক রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের ধারণা পরিবার থেকেই লাভ করে।

প্রাচীনতম মানবিক এই যে প্রতিষ্ঠান, তাতে গত শতাব্দী জুড়েই শোনা যাচ্ছে ভাঙনের শব্দ। পরিবার দিবস পালনের বিষয়টি তাই মানবিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই ভাঙন শুধু পশ্চিমেই নয়, পশ্চিম থেকে পূর্ব, দক্ষিণ থেকে উত্তর সর্বত্র লেগেছে ভাঙনের হাওয়া। বিশ্বায়নের যুগে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। মূলত গত শতাব্দী জুড়েই পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন এসেছে। একই সঙ্গে পারিবারিক কাঠামোও ভেঙে পড়ছে। শিল্প বিপ্লবের পর পরিবারের ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আগের যৌথ পরিবার ভেঙে তৈরি হয় একক পরিবার। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একক পরিবারের ধারণা পুরো ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে প্রতিষ্ঠা পায়। শিল্পায়নের ফসলই হচ্ছে একক পরিবার। '৪৭-এ ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর সেখানে একটি নব্য ধনিক শ্রেণী গড়ে ওঠে। যারা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। ভারতের বিকাশমান পুঁজিপতি শ্রেণী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় দ্রুত শিল্প কারখানা স্থাপনে মনোযোগী হয়। শিক্ষিত পরিবারের একটি অংশ যৌথ পরিবার ভেঙে বেরিয়ে আসে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাও বেরিয়ে আসে প্রচলিত পরিবার কাঠামো থেকে। ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক কাঠামোতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের প্রথম শিকার হয় পরিবার নামের প্রতিষ্ঠানটি। শুরু হয় একান্নবর্তী পরিবার থেকে একক পরিবারের দিকে যাত্রা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশেও একই অবস্থা দেখা যায়। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভেঙে বাণিজ্যিকভিত্তিক অর্থনীতি, দ্রুত নগরায়ণ, পশ্চিমা হাওয়া বাংলাদেশের পরিবারগুলোকেও প্রভাবিত করে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে একক পরিবারে উৎসাহিত করে।

বদলে গেছে পরিবারের প্রেক্ষাপট

শিল্প বিপ্লব, পুঁজিবাদের বিকাশ, বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন, মূল্যবোধের সংকট, পশ্চিমের হাওয়া- এমন অসংখ্য কারণে পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ইউরোপের দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে মানুষ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা

Celebrating

LIFEBUOY Gold

Family Day 15 May 2005

Gentle on skin, tough on germs

থেকে শিল্প ব্যবস্থার দিকে গেছে। যৌথ পরিবার কনসেপ্ট তখনই বড় ধরনের হোঁচট খায়। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে তা ভেঙেও যায়। এর কারণ সামাজিক অর্থনৈতিকও বটে। সামাজিক কাঠামো ভেঙে যাবার পেছনে শিল্প বিপ্লব এবং বিশ্বযুদ্ধ দুটো ভূমিকাই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য। ইউরোপে এখন একক পরিবারও টিকছে না। শুধুই 'আমি' বা 'আমার' এমন ভাবনা ধারণা আক্রান্ত হয়ে মানুষ এখন চাইছে একেবারে একক জীবন। পশ্চিমের এই হাওয়া তুমুলভাবে না হলেও প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোকে। পরিবার কাঠামো প্রসঙ্গে কথা হলে নৃবিজ্ঞানী রেহনুমা আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে যৌথ পরিবারই ছিল এই অঞ্চলে। ঔপনিবেশিকতার প্রভাব পড়েছে আমাদের বিয়ে, পরিবার কাঠামো, পেশা সব কিছুর ওপরই। তখন থেকেই একক পরিবারের দিকে মানুষ আগ্রহী হয়। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না। একক পরিবার কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েনও তৈরি হয়। মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুনর্গঠন করেছে পরিবার কাঠামোকে। কৃষিভিত্তিক সমাজ এই একক পরিবার ধারণার সৃষ্টি করেনি। বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনীতি কাঠামোই একক পরিবার কাঠামোর সূত্রপাত করেছে।' ২০০ বছর আগে ইউরোপে যে ভাঙন শুরু হয়েছিল, পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই আজ তা প্রতিষ্ঠিত। শুধু ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে খানিক তারতম্য রয়েছে। পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছেছে। বিশ্বের অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক ইউরোপ এবং আমেরিকা হওয়ার কারণে পারিবারিক প্রথা ও কাঠামো ভাঙতে বাধ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইশরাত শামীম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা পশ্চিমা দেশগুলোকে খুব বেশি অনুকরণ করতে চাইছি। পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন মূলত দায়ী পরিবার কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য। আমরা কী আসলেই চাইছি যৌথ পরিবার, আমরা তো কেবল ছুটছি। পুঁজিবাদের প্রত্যাশা প্রভাব রয়েছে আমাদের সোসাইটিতে। যার কারণে এই পাওয়া না পাওয়ার প্রতিযোগিতায় একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা হাপিয়ে উঠছি। হতাশা গ্রাস করছে। মধ্যবিত্তও এখন পুঁজিপতিকে অনুকরণ অনুসরণের চেষ্টা করছে। ফলে এর নেতিবাচক প্রভাবটা প্রকটভাবেই প্রভাব ফেলছে সমাজে।'

পুঁজিবাদের কারণেই পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। যৌথ পরিবার ভেঙে হয়েছে একক পরিবার। এখন তাও টিকছে না। পুঁজিবাদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবে স্বাভাবিক

আবার অর্থনীতির বড় একটা প্রভাব রয়েছে পরিবার কাঠামোর পরিবর্তনে। পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন প্রসঙ্গে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'পুঁজিবাদের কারণেই পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। যৌথ পরিবার ভেঙে হয়েছে একক পরিবার। এখন তাও টিকছে না। পুঁজিবাদ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবে স্বাভাবিক, সেই সঙ্গে বৈষম্যের বিষয়টিও রয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কারণে বৈষম্যও বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে পারিবারিক দূরত্ব'।

নারীর চূড়ান্ত ক্ষমতায়ন ও একক পরিবারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারী শিক্ষার পাশাপাশি তাদের কাজের ক্ষেত্র বেড়েছে। শিল্পায়নের প্রথম ধাক্কায় নারীরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এটা যেমন জীবন জীবিকার প্রয়োজনে তেমনি ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বার্থে।

নগরায়ণ ও পরিবার কাঠামোর পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য বিষয়। নগরায়ণ বদলে দিয়েছে

bvixi wk¶v cwievi KvVv‡gv‡Z we‡kl fwgKv ivL‡Q

Celebrating

LIFEBUOY Gold

Family Day 15 May 2005

Gentle on skin, tough on germs

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো।

বিচ্ছিন্নতা শহরে-গ্রামে

যৌথ পরিবার সামাজিক যেসব শর্তের ওপর টিকে থাকে, সেসব মূল্যবোধ আজ বিলুপ্ত। ফলে এখন যৌথ পরিবার বাংলাদেশেও বিরল। এখন শুধু শহরে নয়, গ্রামেও একক পরিবার প্রধান হয়ে উঠছে। কোথাও আবার একক পরিবারও ভাঙছে। সেখানে এসে দাঁড়াচ্ছে একাকী জীবন। এমন সংকটের চিত্র প্রতিনিয়তই দেখা যাচ্ছে। এমনি পারিবারিক সংকটের শিকার নাজমুল আলম। ৫২ বছর বয়সী নাজমুল আলম বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যৌথ পরিবারের সন্তান তিনি। ৩০ বছর আগে এ শহরে এসেছিলেন। শহরে এসে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। কিন্তু পরিবার পাননি। দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে দেশের বাইরে গিয়েছিল পড়াশোনা করতে কানাডা। সেখানে বিয়ে করেছেন। একমাত্র ছেলে সেও উচ্চশিক্ষার্থে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কথা ভাবছে। ছেলেমেয়েরা মাঝে মধ্যে ফোনে খোঁজ খবর নেয়। কিন্তু দেশে আসতে চায় না। নাজমুল আলম অনেক কষ্টে এই শহরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কিন্তু সব কিছু শূন্য মনে হয়। ফাঁকা মনে হয়। মাঝে মাঝে ভাবেন গ্রামে চলে যাবেন। কিন্তু দীর্ঘদিন শহরে অভ্যস্থ একজন লোকের পক্ষে সেটা তো সম্ভব নয়। ফলে তার আর কোথাও যাওয়া হয় না। বিশাল ফ্ল্যাটে শূন্যতা নিয়েই কাটে নাজমুল আলম দম্পতির জীবন। এই বিচ্ছিন্নতা তাকে কষ্ট দেয় কিন্তু করার কিছু নেই। বিচ্ছিন্নতার একই চিত্র দেখা যায় গ্রামীণ জীবনে। আব্দুর রশিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। এখন বয়স ৫০। দুই ছেলে শহরে থাকে। ছেলেদের পড়াশোনা করিয়ে তিনি শিক্ষিত করেছেন। এখন তারা দু'জনই শহরে প্রতিষ্ঠিত। ভালো চাকরি করছে। দুই ছেলেই বিয়ে করেছে। চাকরি

wkï‡`i GKwKZ Zvi mgM Rxeb‡K cfweZ K‡i

পাবার পর ছেলেরা প্রথম প্রথম তাদের বাবাকে শহরে চলে আসতে বলতো। আব্দুর রশিদ না করতো। এখন আর ছেলেরা তাকে শহরে বেড়াতে আসতেও বলে না। নিজেদেরও সময় নেই। তারা নিজেরাও দেখা করতে আসতে পারে না। রশিদ দম্পতি গ্রামেই থাকেন। মাঝে মাঝে আব্দুর রশিদের স্ত্রী অ্যালবাম থেকে ছেলে, নাতিদের ছবি বের করে দেখেন।

আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য আব্দুর রশিদ, নাজমুল আলম আছেন। এটি পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে খুবই সাধারণ চিত্র। তাদের দু'জনেরই কষ্ট এক। দীর্ঘশ্বাসের আয়তন অভিন্ন। তাদের দীর্ঘশ্বাস শোনা বা দেখার সময় আমাদের নেই। অর্থনৈতিক অগ্রগতি মানুষকে স্বার্থপর করে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক করে। এখানে তাই ঘটেছে। আর সারা বিশ্বে পারিবারিক দীর্ঘশ্বাসের এই চিত্র একই।

> শুধুই 'আমি' বা 'আমার' এমন ভাবনা ধারণা আক্রান্ত হয়ে মানুষ এখন চাইছে একেবারে একক জীবন। পশ্চিমের এই হাওয়া তুমুলভাবে না হলেও প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোকে

সঙ্কটে মধ্যবিত্ত

দিন বদলের হাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে। কিন্তু পুরোপুরি বদলে দিতে পারেনি। ফলে এক গভীর টানাপড়েন তৈরি হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে। একদিকে পশ্চিমের হাওয়ায় উড়ে আসা সংস্কৃতি, অন্যদিকে পুঁজিবাদের প্রভাবে গড়ে ওঠা অর্থনীতির সামাজিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। দেখা যাচ্ছে শহরে একক পরিবারের অভ্যস্ত ছেলেটি গ্রাম থেকে তার বাবা মাকে শহরে নিয়ে আসতে চাইছে কিন্তু আর্থসামাজিক কারণ এখানে বড় বাধা। ফলে একটা পর্যায়ে গিয়ে সে এককভাবে ভাবতেই বাধ্য হচ্ছে। একক পরিবার মধ্যবিত্ত প্রসঙ্গে ড. ইশরাত শামীম বলেন, 'এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়ে মধ্যবিত্ত। শহুরে মধ্যবিত্ত বুঝতে পারে না সে কী করবে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা তার মূল্যবোধেও আঘাত হানে। তখন সে নানাভাবে এই সীমাবদ্ধতাকে ভাঙতে চায়। নানা কৌশল অবলম্বন করে।'

বাংলাদেশের রাজনীতি, আর্থসামাজিক অবস্থার অনেক কিছুই মধ্যবিত্তের অনুকূলে

Celebrating

LIFEBUOY Gold

Family Day 15 May 2005

Gentle on skin, tough on germs

নয়। তবুও তাকে নিরন্তর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। বাঁচার চেষ্টা করতে হয় প্রতিনিয়ত। আবার পশ্চিমা বিশ্ব তাকে প্রভাবিত করে। ফলে বদলাতে চায় সে। কিন্তু পুরোপুরি বদলাতে পারে না প্রচলিত সামাজিকতা আর মূল্যবোধের কারণে।

বিচ্ছেদ বাড়ছে, ভাঙছে পরিবার

নারী তার অধিকার বিষয়ে এখন অনেক সচেতন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আর এনজিওদের কল্যাণে নারীর শিক্ষা তাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে। সারা বিশ্বেই নারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরই মূলত পরিবারগুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। নারীশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দৈহিক বৈষম্য দূরীকরণ, মানবাধিকার প্রভৃতি ইস্যু যত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নারীর মানসিকতার ততই পরিবর্তন হচ্ছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতার চরম বিকাশে পরিবার ভাঙছে, ডিভোর্স বাড়ছে। মানুষ এখন আত্মকেন্দ্রিক আর এককেন্দ্রিক ভাবনায় তাড়িত নিজেকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। এই প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী ড. রেহনুমা আহমেদ বলেন, 'যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারে সম্পর্কের টানাপড়েন বেশি। নারী পুরুষের মধ্যে আইডেনটিটি ক্রাইসিস বা পরিচিতি সংকট তৈরি করছে একক পরিবার। আগের চেয়ে এখন আমরা খুব বেশি একক চিন্তায় আক্রান্ত। 'আমার' শব্দটি থেকে ক্রমে আমরা 'আমি'তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা এখন একক পরিবারেরও ভাঙন ধরাচ্ছে। ফলে ডিভোর্স বাড়ছে।' দেখা যাচ্ছে, যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার হয়েছিল, সেই একক পরিবারেও ভাঙন ধরছে। মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে একক জীবন বা একাকী জীবন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে শহর এলাকায় একাকী নারীর সংখ্যা বাড়ছে। এই চিত্র শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের চিত্র। গত কয়েকমাস আগে ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার এক জরিপে দেখা গেছে পুরো এশিয়া জুড়ে এখন ডিভোর্সের হার বেড়েছে। এবং বাংলাদেশ রয়েছে স্পর্শকাতর অবস্থানে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইশরাত শামীম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আসলে ডিভোর্সের জন্য আমি নারী অধিকারকে দায়ী করতে চাই না। কেননা, সমতা এবং সম অধিকার দুটো আলাদা বিষয়। আমরা অনেক বেশি পশ্চিমা হাওয়ায় গা ভাসিয়েছি। কেউ কারো জন্য ভাবতে চাই না। 'দেয়া নেয়া'র সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত শুধু 'নেয়া' বা 'দেয়া'-এ এসে দাঁড়াচ্ছে। এই একক চিন্তা ডিভোর্সের হারকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।

বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের হার কেন বেশি তার কোনো গবেষণা সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে নেই। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা, ক্ষমতায়ন, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিষয়গুলোই ডিভোর্সের অন্যতম কারণ।

এখন আর কেউ কারো অধীন থাকতে চায় না। নির্ভরশীল হতে চায় না। হতে চায় একে অপরের সহযাত্রী, সহযোগী নয়। এ প্রসঙ্গে হেনরিক ইবসেনের (১৮২৮-১৯০৬) নারী চরিত্র নোরার কথা মনে রাখার মতো। ১২০ বছর আগে ইবসেনের এই নায়িকাকে আমরা দেখেছি ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছে গভীর রাতে। নাটকের সমাপ্তি একটি শব্দ দিয়ে। দরজা খুলে নোরার বেরিয়ে যাবার শব্দ। সেই শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে সারা ইউরোপ জুড়ে। নোরা পুতুল হয়ে থাকতে চায়নি। সে কারণেই বেরিয়ে এসেছে। সময়ের প্রবাহে, সামাজিক বিবর্তনে এই প্রতিধ্বনির খানিকটা অনুরণনও যদি বাংলাদেশে পৌঁছে তাহলে

ths_ cwievi tf‡½ GLb GKK cwievi

আমাদের তরুণরা অভিজিৎ-অমিত সানাকে নিয়ে মেতে উঠেছে। কিন্তু আমরা তাদের কাছে আমাদের হাছন, লালন, ভাটিয়ালিকে পৌঁছে দিতে পারছি না। চেষ্টাও নেই

বিচিত্র কী? তীব্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ মানুষকে একাকী, বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। ফলে বিবাহ এবং পরিবারের মতো সংগঠনগুলো হুমকির মুখে পড়ছে।

স্কয়ার ফিটে বন্দি শৈশব

একজন মানুষের শৈশব, বেড়ে ওঠার সময় তার সমগ্র জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশটি এতো গুরুত্বপূর্ণ। আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই শিশুদের আমরা কতোটা

Celebrating

LIFEBUOY Gold

Family Day 15 May 2005

Gentle on skin, tough on germs

bMivqb cwievi KvW‡gvi cwieZ‡b ¸i“ZcY

আজকে পশ্চিমা বিশ্বেও সম্পর্ক, পরিবার রক্ষার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চলছে। যার জন্য জনপ্রিয় হয় 'লিটল হাউস অন দ্য প্রেইরি'র মতো সিরিয়াল কিংবা 'ফ্যামেলি টাইস' আর আমাদের এখানে '৫১বর্তী', 'সিক্সটি নাইন'। আমরা আসলে বন্ধনই চাই। এটাই আমাদের সংস্কৃতি

সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারছি সেটা ভেবে দেখার বিষয়। শহুরে জীবনে একক পরিবারে বাবা-মামা দু'জনই সকালে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ছেন। শিশুটিকে রেখে যাচ্ছেন বাড়ির কাজের লোকের কাছে। শিশুটি নিরাপত্তাহীনতা আর নিরানন্দের মধ্যে দিয়ে তার দিন যাপন করছে। একক পরিবারে এটা খুব সাধারণ চিত্র। যদি যৌথ পরিবার হতো কিংবা নানী, দাদী কেউ থাকতো তাহলে শিশুটি নিঃসঙ্গবোধ করতো না। আমাদের দেশে এখনো কোনো ভালো মানের ডে কেয়ার নেই, যেখানে কর্মজীবী বাবা-মায়ের সন্তানরা নিরাপদে থাকতে পারবে।

শিশুদের এই বন্দি জীবনের একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা তার সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে। এই প্রভাব নিঃসন্দেহে নেতিবাচক তার বিশ্বাসে, ব্যক্তিত্বে। বাধ্য হয়ে একা থাকতে অভ্যস্ত শিশুটি এক সময় একা থাকতেই পছন্দ করে। দেখা যায় অনেক মানুষের সঙ্গ তাকে বিরক্ত করে। যে কারণে তার তেমন কোনো বন্ধু গড়ে ওঠে না। বড় হয়ে এই শিশুরা শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবে। স্বাভাবিক কারণেই তারা হয় আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। এ প্রসঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানী ড. ইশরাত শামীম বলেন, 'এভাবে বেড়ে ওঠার বিষয়টি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, তারা কারো সঙ্গে শেয়ার করতে চায় না। তারা নিজেদের একা ভাবে। এবং সেভাবেই নিজের জন্য চিন্তা করে।' এভাবে সারাদিন কার্টুন ছবি, ভিডিও গেম দেখা শিশুরা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাকেই মেনে নেয়। বাবা-মা কিংবা নানী দাদীকে এই শিশুরা পায় না। তারা গড়ে ওঠে ভিন্নভাবে। প্রচলিত সামাজিকতা কিংবা মূল্যবোধকে এরা খুব বেশি গুরুত্ব দিতে অনাগ্রহী। এমন কি নিজস্ব সংস্কৃতিতেও এরা ভিনদেশী। এই যে শিশুদের দেশীয় সংস্কৃতি মূল্যবোধ বিবর্জিতভাবে বেড়ে ওঠা তা নিয়ে এখনই ভাবতে হবে। কেননা তারাই আগামী দিনের বাংলাদেশ।

মূল্যবোধকে বাঁচাতে হবে

আমাদের নিজস্বতা, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের। বড় বেশি পশ্চিমা হাওয়ায় গা ভাসাচ্ছি আমরা। আমাদের তরুণরা অভিজিৎ-অমিত সানাকে নিয়ে মেতে উঠেছে। কিন্তু আমরা তাদের কাছে আমাদের হাছন, লালন, ভাটিয়ালিকে পৌঁছে দিতে পারছি না। চেষ্টাও নেই। কেউ কেউ এখান থেকে গিয়ে বাইরের দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারলেই তা জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া ও 'প্রাপ্তি' ভাবছি। সামাজিক এবং পারিবারিক মূল্যবোধগুলো এখন আমাদের কাছে অনেক শিথিল ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। যার ফলে শেখভের চরিত্রগুলোর মতোই আমরা প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ-একাকী হয়ে পড়ছি ভেতরে ভেতরে।

বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু নগর আপনাকে বিচ্ছিন্ন করবে। অ্যাপার্টমেন্ট কালচারের অভ্যস্ততাকে যদি সামাজিক একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা যায় তবে বয়স্কদের নিঃসঙ্গতাও দূর করা সম্ভব হবে। সে ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্মান, সহযোগিতা এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। সবার সঙ্গে আপনি নিজেকে যুক্ত করতে চাইবেন এটাই আমাদের সংস্কৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থসামাজিক কারণে পরিবারের কাঠামো বদলে গেছে। মানুষ প্রয়োজনে শহর থেকে গ্রামে আসছে। কিন্তু সম্পর্কগুলো ছিন্ন হবে কেন। আজকে পশ্চিমা বিশ্বেও সম্পর্ক, পরিবার রক্ষার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চলছে। যার জন্য জনপ্রিয় হয় লিটল হাউস অন দ্য প্রেইরির মতো সিরিয়াল কিংবা 'ফ্যামেলি টাইস' আর আমাদের এখানে ৫১বর্তী, সিক্সটি নাইন। আমরা আসলে বন্ধনই চাই। এটাই আমাদের সংস্কৃতি।

আজকে বিভিন্ন দিবস আমরা পালন করছি। এই দিবসগুলোর তাৎপর্য কী। যখন কোনো বিষয় সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে তখনই তা আমরা গুরুত্বের সঙ্গে পালন করি। বিশেষ দিবসের ক্ষেত্রেও তাই। পরিবার, মানবিক সম্পর্ক আজ সংকটাপন্ন। পরিবারের মতো চিরন্তন প্রতিষ্ঠানটি বিপদগ্রস্ত। আসুন বিশ্ব পরিবার দিবসে এই চিরন্তন প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখার অঙ্গীকার করি আমরা সবাই।

Celebrating

LIFEBUOY Gold

Family Day 15 May 2005

Gentle on skin, tough on germs